রাজউকের বাধায় ব্যাহত হচ্ছে চয়নিকা স্কুলের কার্যক্রম

স্ব বার্তা পরিবেশক

মাজিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণমূলক গঠন অন্বেষা পরিচালিত পুরানা পল্টনের বেতনিক বিদ্যালয় চয়নিকা বিদ্যাপীঠ জউক বারবার ভেঙে দিয়েছে। বারবার চ্ছদের শিকার বিদ্যালয়টি এখন জীর্ণশীর্ণ বস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যালয়টির যাগ-সুবিধা থেকে শুরু করে বিদ্যাপীঠের ঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে ত্রছাত্রীও কমে যাচ্ছে। এলাকাবাসী মনে রছেন স্কুলের সামনের খাসজমিটি স্কুলের ম বরাদ্দ করলে স্কুলটির সুযোগ-সুবিধা ই পাবে এবং শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে। জানা যায়, এ কে আল মামুন ১৯৭৮ লের ১ জুলাই ২/২ পুরানা পল্টনে তার ত্রিক জমিতে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। াজের বিত্তহীন, দরিদ্র, এতিম ও অসহায় শু-কিশোরদের শিক্ষা দেয়ার মহান দ্দশ্য নিয়ে অবৈতনিক এ বিদ্যালয়টি চালু রা হয়। স্কুলটি পরিচালনা করে বেসরকারি বা সংস্থা অন্বেষা। এবং ১৯৭৮ সালে দ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পর ১৯৯৩ ল থেকে ট্রেনিং এন্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার টিটি) এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষকদের নতম সম্মানী ভাতা ও ছাত্রছাত্রীদের ঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে শিক্ষার উপকরণ ুর করে আসছে। ন্যূনতম শিক্ষার কারণে ভিজ্ঞ শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না।

জানা গেছে, প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও ক্ষা উপকরণের অভাবে ছাত্রছাত্রী ঝরতে রতে বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ১৫০ জন ত্রছাত্রী রয়েছে। ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ষ্ঠা ও সততা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা য়ে যাচ্ছেন। বিদ্যালয়টিতে নার্সারি থেকে ঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। সকাল টা থেকে ৮টা পর্যন্ত আরবি, সকাল ৯টা কে ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত নার্সারি, প্রথম, তীয় ও পঞ্চম, দুপুর ২টা থেকে বিকেল টা ১০ মিনিট পর্যন্ত নার্সারি প্রথম, দ্বিতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠদান করে আসছেন ক্ষিকরা। জানা গেছে, চয়নিকা বিদ্যাপীঠ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পাস করে রাজধানীর বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে অনেকে।

এলাকাবাসী এর পরিসর বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করনে। কারণ স্কুলটিতে নেই শিশু-কিশোরদের খেলার মাঠ। লেখাপড়ার পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই তারা এর পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। এর পরিসর বাড়ালে কক্ষগুলোর আয়তন বাড়ানো সম্ভব। বর্তমানে কক্ষগুলো অনেক ছোট। গরমে পাঠদান ও শিক্ষা গ্রহণে অসুবিধা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, অন্বেষা পরিচালিত চয়নিকা বিদ্যাপীঠের সামনে ৮৯, পুরানা পল্টন লেনে অনেক খাসজমি রয়েছে। যা কতিপয় অসাধু ব্যক্তি অবৈধভাবে ভোগ করছে। তারা ঘরবাড়ি ও দোকানপাঠ নির্মাণ করে দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করছে। বড় বড় গাছগুলোর ফল তারা নিজেরাই ভোগ করে। এ জায়গায় নির্মিত ঘর ও দোকান থেকে তারা প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের ভাড়া আদায় করে। তাদের দাপটের কাছে তাদের বিরুদ্ধে কারও কোন কথা বলার সাহস নেই। প্রশাসনের কতিপয় অসাধু কর্মচারীর ছত্রছায়ায় তারা এতদিন ধরে খাসজমিটি ভোগ করে আসছে। ফলে সরকার এ জমির প্রকৃত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এলাকাবাসী দাবি করছে স্কুলের সামনে অবস্থিত ৮৯, পুরানা পল্টন লেনের খাসজমিটি সরকার স্কুলের নামে বরাদ্দ দিলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। অবৈতনিক এ বিদ্যালয়টিকে খাসজমিটি বরাদ্দ দিলে এলাকাবাসী স্কুলটির পক্ষে কাজ করবে। এ উদ্যোগ নিলে এলাকাবাসী সাধুবাদ জানাবে বলে জানা যায়। খাসজমি থেকে এলাকার মস্তানদের উচ্ছেদ করলে অবৈধ ভোগ হতে তারা বিরত হবে। তখন স্কুলটির নামে বরাদ্দ দিলে জনকল্যাণে নিবেদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পরিসর বড় হবে। আর তখন বিদ্যাপীঠটিতে এলাকার বিত্তহীন, ছিন্নমূল দরিদ্র ও এতিম শিশু-কিশোরদের সংখ্যা বাড়বে। এলাকার আলোহীনদের জন্য এ বিদ্যাপীঠটি হতে পারে আলোকবর্তিকা।

এরকম একটি জীর্ণশীর্ণ ভবনেই শিক্ষাদান চলছে চয়নিকা বিদ্যাপিঠের -সংবাদ